দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

মুজিববাদী ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দল

রাজশাহী ভার্সিটি ক্যাম্পাসে ব্যাপক সংঘর্ষের আশংকা

রাঃ বিঃ রিপোর্টার ঃ মুজিববাদী ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের সংঘর্ষ ঘটতে পারে। ক্যাম্পাস মূলতঃ পিন্টু গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ করছে।

ছাত্রলীগের এই কোন্দলে গত দু'দিনে মতিহার থানার ওসিসহ ১০ জন আহত হয়েছে। এক গ্রুপের নেতা শাখাওয়াত হোসেন শফিক ও তার অপর দুই সঙ্গী লিটন ও রোকন গত সোমবার গভীর রাতে প্রতিদ্বন্দ্বী পিন্টু গ্রুপের কর্মীদের দ্বারা আহত হয়। ক্যাম্পাসের পূর্বপাড়াস্থ লতিফ হলের প্রাধ্যক্ষের বাসভবনের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এরই যের ধরে গত মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে উভয় গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে মতিহার থানার ওসিসহ ৭ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে আনোয়ারের অবস্থা গুরুতর। তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসা দেয়া হয়। আহত আনোয়ার শফিক গ্রুপের অন্যতম নেতা। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পিন্টু গ্রুপ ক্যাম্পাসে তাদের পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে। শফিক বাদী হয়ে মতিহার থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। এতে প্রধান আসামী করা হয়েছে পিন্টু, মোর্শেদ ও চঞ্চলকে। এছাড়া আরো ২০ জনকে এ মামলায় আসামী করা হয়েছে।

গতকালও ক্যাম্পাসে পিন্টু গ্রুপের নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। ক্যাম্পাস থমথমে। এদিকে, ছাত্রলীগের একটি সূত্র জানায়, ছাত্রলীগের অপর একটি গ্রুপ রুবন গ্রুপের সাথে শফিক গ্রুপ একাত্ম হচ্ছে। এই একীভূত গ্রুপ যৌথভাবে পিন্টু গ্রুপের মোকাবিলায় নামবে। এ খবরে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের রক্তপাত ঘটে যেতে পারে বলে তাদের আশংকা। ভেতরে ভেতরে সবাই জঙ্গী রূপ লাভ করছে বলে ছাত্রলীগ সূত্র জানায়। এদিকে, ছাত্রদল ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে মিছিল ও পথসভা করে। পথসভায় বক্তব্য রাখেন, মোস্তাফিজুর রহমান মুন্নু, মাহবুবুল আলম ফরহাদ, তাইফুল ইসলাম টিপু, ফখরুল ইসলাম সোহাগ প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির সভাপতি আঃ জব্বার ও সাধারণ সম্পাদক ইমাজউদ্দীন এক বিবৃতিতে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের নিন্দা এবং অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বহিষ্কার দাবী করেছে।